বাক্যের চিত্ররূপতা তত্ত্ব

সৌমিত্র বসু

আমাদের জানা ভাষায় যখন কোনো বক্তা কিছু বলেন বা কোনো লেখক কিছু লেখেন তখন সেই বক্তা বা লেখকের বক্তব্য বুঝতে সাধারণতঃ আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। মনে হতে পারে যে অসুবিধে না হওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ ভাষাটা যদি জানাই থাকে তাহলে তো যে কোনো বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থও জানা থাকবে এবং বাক্য যেহেতু এই পদগুলি দিয়েই গঠিত সেহেতু পদের অর্থ জানা থাকলে বাক্যের অর্থও তো বুঝতে পারাই স্বাভাবিক। একটু লক্ষ্য করলেই কিন্তু বোঝা যাবে যে বাক্য শুনে বাক্যার্থ বুঝতে পারার এই ব্যাখ্যাটা সঠিক নয়। যদিও বাক্যের উপাদান বলতে পদকেই বোঝা হয়, কেবলমাত্র পদের অর্থ জানা থাকলেই বাক্যের অর্থ বোঝা যায় না। যেমন, 'ভারত', 'পাকিস্তান', 'জিতলে' ও 'হারবে' এই চারটি শব্দের অর্থ জানা থাকলেও 'ভারত পাকিস্তান হারবে জিতলে' এই পদ সমষ্টির কোনো অর্থ বোঝা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র পদের সমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্য গঠনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুসরণ না করে পদের সমাবেশ ঘটালে সেই পদসমষ্টি অর্থ প্রকাশক হয় না। কিন্তু যেখানে বাক্য গঠনের নিয়ম অনুসরণ করে পদ সমাবেশ ঘটান হয়েছে সেখানেও শুধুমাত্র পদের অর্থ বোঝা গেলেই যে বাক্যের অর্থও বোঝা যাবে এমনও নয়। যেমন, 'ভারত জিতলে পাকিস্তান হারবে' এবং 'ভারত হারলে পাকিস্তান জিতবে' এই দুটি বাক্যতে একই শব্দ রয়েছে অথচ দুটি বাক্য একই অর্থকে প্রকাশ করছে না। অতএব শব্দের অর্থ বুঝলেই বাক্যের অর্থও বোঝা হয়ে যায় - এ ধারণা ঠিক নয়। একথা অবশ্য বলা হতে পারে যে শুধুমাত্র শব্দের অর্থের উপরে বাক্যার্থ নির্ভর করে না, বাক্যে শব্দগুলির সংস্থান কীভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ শব্দগুলি কীভাবে সাজান হয়েছে তার উপরে বাক্যের অর্থ নির্ভর করে। সুতরাং শব্দসংস্থান ভিন্ন প্রকারের হলে একই শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বাক্যের অর্থ ভিন্ন হতে পারে। কাজেই একটি বাক্য সেই অর্থই প্রকাশ করবে যা ঐ বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির নির্দিষ্ট সংস্থান প্রকাশ করে। ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাক্যার্থ সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যাটি সঠিক। কিন্তু দার্শনিকের পক্ষে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ দার্শনিকেরা আরও মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে আগ্রহী। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'শব্দের একটি নির্দিষ্ট সংস্থান একটি নির্দিষ্ট বাক্যার্থকে প্রকাশ করে কীভাবে'? বা 'বাক্যের উপাদানগুলির সংস্থানের সঙ্গে বাক্যার্থের উপাদানগুলির সংস্থানের কী ধরণের সম্পর্ক?' বৈয়াকরণ আমাদের বলে দেন কোন্ সংস্থানযুক্ত বাক্য অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ওই অর্থের সাথে ওই সংস্থানের সম্পর্ক কী তা তিনি বলে দেন না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা

Scanned by CamScanner

বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক বিষয়ে দার্শনিক লুডভিগ্ হ্যিটগেনস্টাইন-এর মতামত আলোচনা করব। জানতে চাইব-একটি নির্দিষ্ট সংস্থানযুক্ত বাক্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে বাক্যটি তার অর্থকে উপস্থাপিত করতে পারে?

হ্যিটগেনস্টাইন-এর মতে বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক চিত্র ও চিত্রিতের সম্পর্কের অনুরূপ। বাক্যার্থে বর্ণিত পরিস্থিতির একপ্রকার চিত্র হল বাক্য। বাক্যের এই চিত্ররূপতার জন্যই বাক্য তার অর্থকে উপস্থাপিত করতে পারে। হ্যিটগেনস্টাইন-এর ভাষায় বলা যায় ঃ 'বাক্য হল বাস্তব সত্তার চিত্র' ('টি. এল. পি.' ৪.০১)। বাক্যকে চিত্রের ধর্মবিশিষ্ট বলে কেন মনে করা হচ্ছে সে প্রসঙ্গে হ্যিটগেনস্টাইন বলেন - 'একটি বাক্যের অর্থ বুঝলেই আমি জানতে পারি বাক্যটি কোন্ পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করছে। এবং বাক্যের অর্থটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বলে না দিলেও আমি বাক্যটি বুঝতে পারি' ('টি. এল. পি.' ৪.০২১)। একটি চিত্র দেখে যখন আমরা চিত্রিত পরিস্থিতিকে বুঝে থাকি তখন যেমন চিত্রটিকে বোঝার জন্য অতিরিক্ত কোনো বর্ণনা বা ব্যাখ্যার দরকার হয় না তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও একটি বচনের অর্থকে বোঝার জন্য অর্থটিকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। বাক্যের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য হ্যিটগেনস্টাইন বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য সাধারণ অর্থে চিত্র বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তার সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির যে ধরণের সাদৃশ্য থাকে, বাক্যরূপ চিত্রের সাথে বাক্যার্থরূপ পরিস্থিতির সে রকম সাদৃশ্য থাকে না। একটা টেবিলে বই রেখে যদি তার একটা ছবি আঁকা হয় তাহলে সেই ছবিটার সাথে 'টেবিলের উপরিস্থিত বই' নামক পরিস্থিতির যে ধরনের সাদৃশ্য থাকবে, 'টেবিলের উপরে বই আছে' - এই বাক্যের সাথে উক্ত পরিস্থিতির সে ধরণের সাদৃশ্য থাকবে না। কিন্তু একটি পরিস্থিতির চিত্র তো সাধারণতঃ তাকেই বলা হয় যার সাথে পরিস্থিতিটির এ ধরণের সাদৃশ্য থাকে। তাহলে সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও কেন বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলা হবে? হ্যিটগেনস্টাইন কি তাহলে বলতে চাইছেন যে বাক্য শুনে আমাদের মনে বাক্যার্থরূপে যা উপস্থাপিত হয় তা বস্তুতপক্ষে বাক্যে বর্ণিত পরিস্থিতির মানস-চিত্র বা মানস-প্রতিরূপ বলেই বাক্যকে পরিস্থিতির চিত্র বলা হবে? উল্লেখ্য অন্যান্যদের সঙ্গে ডেভিড হিউম এবং বার্ট্রান্ড রাসেল বাক্যার্থের মানস প্রতিরূপতাবাদের সমর্থক ছিলেন। বাক্যার্থ সম্পর্কিত এই তত্ত্বানুসারে কোনো একটি শব্দ যে বস্তুকে বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয় সেই বস্তুটির মানস প্রতিরূপ বা মানস-চিত্রটি সেই শব্দের অর্থ এবং এ ধরণের শব্দার্থের দ্বারা গঠিত বাক্যার্থও বর্ণিত পরিস্থিতির মানস -প্রতিরূপস্বরূপই হয়ে থাকে। এভাবে দেখলে 'অর্থ'-কে একটি মানসিক বিষয়রূপে গণ্য করতে হয়। রাসেল-এর মতে যুক্তিবিজ্ঞানীরা অর্থ সম্পর্কে খুব কম আলোচনা করেছেন কারন বস্তুতপক্ষে অর্থসংক্রান্ত সমস্যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।[১] হ্যিটগেনস্টাইন কিন্তু অর্থকে সম্পূর্ণভাবে একটি মানসিক বিষয়ে পর্যবসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং যুক্তিবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বাক্য ও বাক্যার্থের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যাটি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ বাক্যার্থের মানস প্রতিরূপতাবাদকে তিনি গ্রহণ করলেন

Scanned by CamScanner

না। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র মানস প্রতিরূপতাবাদই নয়, বাক্যার্থ সম্পর্কে প্রচলিত দার্শনিক মতগুলির কোনোটিকেই তিনি গ্রহণ করলেন না এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাক্যার্থের ধারণাকে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে, বাক্য হল বস্তুস্থিতি বা ফ্যাকট-এর অভিধায়ক এবং বাক্যের দ্বারা অভিহিত এই বস্তুস্থিতিটিই হল বাক্যার্থ। বাক্যার্থ সম্পর্কিত এই ধারণার বিশ্লেষণ আমারা একটু পরেই করব। আপাততঃ আমাদের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে, হ্বিটগেনস্টাইন বাক্যার্থ বলতে বস্তুস্থিতিকেই বুঝিয়েছেন, বস্তুস্তিতির মানসচিত্র বা মানস প্রতিরূপকে নয়, এবং তাঁর মতে প্রতিটি যথার্থ ঘোষক বাক্যই কোনো না কোনো বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে। কিন্তু, আগের অমীমাংসিত প্রশ্নই আবার ফিরে আসে, 'কোন্ অর্থে একটি বাক্যকে বস্তুস্থিতির চিত্র বলা যেতে পারে?' 'কীভাবে বাক্যের পক্ষে বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা সম্ভব?' 'হ্বিটগেনস্টাইন কি প্রচলিত অর্থেই "চিত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছেন?'

প্রচলিত অর্থে 'চিত্র' বলতে যদি কেবলমাত্র শিল্পীর আঁকা কোনো ঘটনার ছবিকে বোঝান হয়, অথবা ফটোগ্রাফকে বোঝান হয় তাহলে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে হ্বিটগেনস্টাইন এই অর্থে বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলে উল্লেখ করেন নি। হ্বিটগেনস্টাইন ব্যাপক অর্থে 'চিত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে যেমন ফটোগ্রাফ চিত্র পদবাচ্য হবে তেমনই গানের স্বরলিপিকেও গানের চিত্র বলে গ্রহণ করা যাবে। 'চিত্র' শব্দটির এই ব্যাপক অর্থটিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'চিত্র হল তত্ত্বার অনুকৃতি' বা 'এ পিক্চার ইজ এ মডেল অব রিয়ালিটি' ('টি.এল.পি.' ২১.১২)। কয়েকটি শর্ত পূরণ করলে একটি বিষয়কে অপর বিষয়ের অনুকৃতি বা চিত্র বলে গণ্য করা যায়। শর্তগুলি হল -

(১) চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির প্রতিটি উপাদানের অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকতে হবে;

(২) চিত্রের উপাদানগুলির সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির বস্তুগুলির সূচক-সূচ্য সম্পর্ক থাকতে হবে;

(৩) চিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থান গঠিত হয়;

(৪) চিত্র ও চিত্রিতের মধ্যে স্বাধর্ম্য বা অভিন্নতা থাকেতে হবে।

এই শর্তগুলি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন। কোনো পরিস্থিতিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হলে পরিস্থিতিটিতে যে যে বস্তু রয়েছে সেগুলিকে উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা অংশ চিত্রটিতে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, চিত্রের উপাদান বা অংশের সংখ্যা চিত্রিতের উপাদানের তুলনায় বেশি বা কম হওয়া চলবে না। অর্থাৎ চিত্র ও চিত্রিতের উপাদান সংখ্যা সমান হতে হবে। চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সাথে চিত্রিতের কেবলমাত্র একটি অংশেরই অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকবে এবং চিত্রে এমন কোনো উপাদান থাকবে না যার সাথে চিত্রিতের কোনো অংশেরই অনুরূপতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুটি বিষয়ের

Scanned by CamScanner

মধ্যে উপাদানগত অনুরূপতা থাকলেই একটি অপরটির চিত্র বলে গণ্য হয়, এমন নয়। যতক্ষন না একটি বিষয়ের উপাদানগুলিকে অপর বিষয়ের উপাদানের সূচকরূপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে ততক্ষণ একটি অপরটির চিত্র হয়ে উঠতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, চিত্রের (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে বিষয়টিকে চিত্র বলে গণ্য করতে চাওয়া হচ্ছে তার) উপাদানগুলিকে চিত্রিত পরিস্থিতির উপাদানের উপস্থাপক হতে হবে। চিত্রের উপাদানের সাথে চিত্রিতের উপাদানের এই সূচক-সূচ্য সম্পর্ক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্পর্ককে হ্বিটগেনস্টাইন 'চিত্রতার সম্পর্ক' বা 'পিক্‌চারিং রিলেশন' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এই চিত্রতার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রের কোন্ উপাদান চিত্রিতের কোন্ উপাদানকে উপস্থাপিত করবে তা চিত্রকরের ইচ্ছার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যদিও ফটোগ্রাফ বা হুবহু প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে চিত্রের উপাদানগুলি আকৃতিগত সাদৃশ্যবশতঃ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিতের উপাদানকে উপস্থাপিত করে, অধিকাংশ চিত্রের ক্ষেত্রেই তা হয় না, অধিকাংশ চিত্রের ক্ষেত্রেই চিত্রতার সম্পর্ক চিত্রকরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চিত্রতার সম্পর্কের এই বৈশিষ্ট্যটি স্বীকার না করলে হ্বিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত অধিকাংশ অনুকৃতিকেই চিত্র বলে গণ্য করা যায় না।

একটি চিত্রের উপাদানগুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে[৩] পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপাদানগুলির সন্নিবেশটিকে চিত্রপদবাচ্য বলা যায় না। এই কারণেই একটি দেশের নদী, পাহাড়, শহর, প্রভৃতির নামের তালিকাকে ঐ দেশের মানচিত্র বলে গণ্য করা যায় না। একইভাবে একটি গানে কোন্ কোন্ স্বর কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকাকে ঐ গনের স্বরলিপি বলা যায় না। কিন্তু যদি নদী, শহর, পাহাড়ের অবস্থানগত সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয় তাহলে আমরা একটি দেশের মানচিত্র পাই, এবং গানে ব্যবহৃত স্বরগুলির পারস্পরিক ক্রমিক সম্পর্ককে যদি উপস্থাপিত করা হয় তাহলে ঐ গানের স্বরলিপিরূপ চিত্রকে পাওয়া যায়। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, চিত্রের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হলে চিত্রের সংস্থান তৈরি হয়। চিত্রের সংস্থান চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করে।

একই ঘটনাকে নানান মাধ্যম ব্যবহার করে চিত্রিত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি লরি ও মোটির গাড়ীর দুর্ঘটনাকে একটি সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে যেমন উপস্থাপিত করা যায়, তেমনি, হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'নোটবুকস'-এ বর্ণিত দৃষ্টান্ত অনুসারে, খেলনা-লরি এবং খেলনা-মোটরগাড়ীর মাধ্যমেও দুর্ঘটনাটি চিত্রিত করা যায়। মাধ্যম ভেদে চিত্রের উপাদানের বিন্যাসও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, উপাদান ও তার বিন্যাস। ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য দুটি মাধ্যমেই একই বিষয়কে চিত্রিত করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং দুটি মাধ্যমেরই উপাদানগুলি বিষয়গত সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম। উপাদানগুলির মধ্যে এই সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করার সম্ভাবনা আছে বলেই তাদের ব্যবহার করে সংস্থানটি উপস্থাপিত করা সম্ভব হতে পারে। চিত্রের সংস্থানকে উপস্থাপনা করার এই

Scanned by CamScanner

সম্ভাবনাকেই হ্বিটগেনস্টাইন 'চিত্রগত আকার' বা 'পিক্‌টোরিয়াল ফর্ম' বলে অভিহিত করেছেন।

উপরে বর্ণিত খেলনা-লরি ও খেলনা-মোটরগাড়ীর মাধ্যমে দুর্ঘটনাকে উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্তে চিত্র এবং চিত্রিত উভয়ের উপাদানের মধ্যেই ত্রৈমাত্রিকতা আছে বলে চিত্রের উপাদানগুলির পক্ষে চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে চিত্রের উপাদানগুলির ত্রৈমাত্রিকতা থাকার অর্থই হল উপাদানগুলির বিশেষ সংস্থানের সম্ভাবনা থাকা। অতএব এই ত্রৈমাত্রিকতাই আলোচ্য ক্ষেত্রে চিত্রের চিত্রগত রূপ। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যদি কেবলমাত্র চিত্রের উপাদানে ত্রৈমাত্রিকতা থাকে অথচ চিত্রিতের উপাদানে ত্রৈমাত্রিকতা না থাকে তা হলে চিত্রটি কোনো একটি বস্তুস্থিতির সংস্থানকে উপস্থাপন করলেও ত্রৈমাত্রিকতাকে সে ক্ষেত্রে ঐ চিত্রের চিত্রগত আকার বলা যাবে না। অর্থাৎ চিত্রের যে কোনো ধর্মকে চিত্রের আকার বলে গন্য করা যাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, 'কোনো বাস্তবসত্তাকে সঠিক বা বেঠিক ভাবে চিত্রিত করার সময় চিত্র ও বাস্তব-সত্তার যে সাদৃশ্য অবশ্যই থাকতে হবে, তা-ই হল ঐ চিত্রের চিত্রগত আকার'। ('টি. এল. পি.' ২.১৭) এ প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন আরও বলেন যে, 'একটি চিত্র যে কোনো বাস্তবসত্তাকেই উপস্থাপিত করতে পারে যার চিত্রগত আকার তার চিত্রগত আকারের সাথে এক' ('টি. এল. পি.' ২.১৭১)। যেমন, হ্বিটগেনস্টাইন উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'যে কোনো দৈশিক চিত্র দৈশিকতা যুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত করতে পারে, বর্ণযুক্ত চিত্র বর্ণযুক্ত বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করতে পারে।' প্রদত্ত উদাহরণগুলি থেকে একথা মনে করলে ভুল হবে যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে কেবলমাত্র দৈশিকতা ধর্মযুক্ত চিত্রের পক্ষেই দৈশিকতা ধর্মযুক্ত বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করা সম্ভব অথবা বর্ণযুক্ত বাস্তবসত্তাকে চিত্রিত করার জন্য বর্ণযুক্ত চিত্রই প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে একই বস্তুস্থিতিকে একাধিক মাধ্যমের দ্বারা চিত্রিত করা যেতে পারে; যে মাধ্যমের উপাদানগুলি দৈশিক ধর্মযুক্ত তার ক্ষেত্রে দৈশিকতাযুক্ত বাস্তবতার যে চিত্র আমরা পাব তার চিত্রগত-আকার হবে দৈশিকতা। কিন্তু ঐ একই বাস্তবতার চিত্র যদি এমন কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে তৈরি করা হয় যে মাধ্যমের উপাদানগুলির দৈশিকতা নেই তাহলে ঐ একই বাস্তবতার চিত্রের চিত্রগত আকার ভিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাধ্যম ভেদে চিত্রের চিত্রগত আকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু চিত্রের চিত্রিত পরিস্থিতির মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার চিত্রগত আকারজনিত স্বাধর্ম্য বা অভিন্নতা থাকতেই হবে। কোনো কিছুর পক্ষে কোনো কিছুর চিত্র হওয়ার জন্য এটি একটি অপরিহার্য্য শর্ত।

মাধ্যম ভেদে চিত্রগত আকারের ভিন্নতার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলে যে প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের অনিবার্য্যভাবে হতেই হয় তা হল : বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন চিত্রগত আকার সম্বলিত চিত্রে যখন একই পরিস্থিতিকে চিত্রিত করা হয় তখন তাদের মধ্যে কি কোনো স্বাধর্ম্য থাকে? না যদি থাকে, তবে তাদের আমরা একই পরিস্থিতির চিত্র বলে বুঝি কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, 'বাস্তব-সত্তার সাথে যে স্বাধর্ম্যগত

বিভিন্ন চিত্রগত আকারের চিত্র একই বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করে সেই স্বাধর্ম্যটি হল চিত্রের ন্যায়িক আকার। কোনো চিত্রের উপাদানগুলি, তা সে যে মাধ্যমেরই উপাদান হোক্ না কেন, কোনো একটি বস্তুস্থিতিকে আদৌ চিত্রিত করতে পারবে না যদি না ঐ উপাদানগুলির ন্যায়িক আকার এবং বস্তুস্থিতির উপাদানগুলির ন্যায়িক আকার অভিন্ন হয়। কোনো বস্তু একটি বস্তুস্থিতির উপাদান হতে পারবে কি পারবে না তা নির্ভর করে বস্তুর ন্যায়িক আকারের উপর। অনুরূপে, হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, কোনো চিত্রের উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে একটি বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত করতে পারবে কি না তা নির্ভর করবে উপাদানের ন্যায়িক আকারের উপর। যদি চিত্রের উপাদানের ন্যায়িক আকার এবং বস্তুর ন্যায়িক আকার অভিন্ন হয় তাহলেই চিত্রের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে ঐ বস্তুগুলির দ্বারা গঠিত বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা যাবে।

ন্যায়িক আকার সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে বোঝা যায় যে চিত্রের চিত্রগত আকার যেমনই হোক না কেন ন্যায়িক আকারকে বাদ দিয়ে কোনো চিত্র হতে পারে না। এই কারণেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে, প্রতিটি চিত্রেরই ন্যায়িক আকার থাকে বলে যে সব চিত্রের অপরাপর চিত্রগত আকার রয়েছে সেগুলিকে দৈশিক, কালিক, ইত্যাদি চিত্র বলে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে 'ন্যায়িক চিত্র' বা 'লজিকাল পিক্চার' বলেও গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য 'ন্যায়িক চিত্র' এই পারিভাষিক নামটিকে হ্বিটগেনস্টাইন কেবলমাত্র সেই সব চিত্রের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার পক্ষপাতী যে সব চিত্রের চিত্রগত আকার এবং ন্যায়িক আকার অভিন্ন।[৪] কোন্ ধরণের চিত্রের ক্ষেত্রে ন্যায়িক আকারই চিত্রগত আকার হয় সে সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বস্তুস্থিতির ন্যায়িক চিত্র হল 'চিন্তা' বা 'থট্' এবং 'বাক্যের মাধ্যমে চিন্তা প্রত্যক্ষ যোগ্য রূপে প্রকাশিত হয়'। ('টি. এল. পি.' ৩.১)। হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে তাঁর মত অনুসারে কোনো একটি ভাষায় লিখিত বা কথিত শব্দ সমষ্টিই বাক্য। অর্থাৎ কোনো ভাষায় যদি কিছু লেখা হয় বা বলা হয় তাহলে লিখিত যে শব্দসমষ্টিকে আমরা চোখে দেখতে পারছি বা যাকে আমরা কানে শুনতে পারছি তা যদি আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে তাহলে সেই দৃশ্য বা শ্রুত শব্দ সমষ্টি বাক্য বলে গণ্য হবে। ব্যাকরণগত দিক থেকে এবং প্রচলিত ধারণা অনুসারে বাক্য বলতে এই জাতীয় শব্দবিন্যাসকেই বোঝান হয়ে থাকে। হ্বিটগেনস্টাইনও 'বাক্য'কে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন মনে করলে (যা নাকি উপরে লিখিত মন্তব্য থেকে মনে হওয়াই স্বাভাবিক) হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাক্য সংক্রান্ত ধারণাকে সঠিক ভাবে বোঝা হবে না। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য শব্দবিন্যাসকে বাক্য বলে গ্রহণ করা হলে কোনো দুটি শব্দ বিন্যাসে যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকে তাহলে তাদের সবসময়ই দুটি ভিন্ন বাক্য বলে গণ্য করতে হবে। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু তা করেন না। বাংলা ভাষায় লেখা বাক্য 'টেবিলের ওপর বইটি আছে' এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা বাক্য 'দা বুক ইজ অন দা টেবিল'। একই বাক্যকে উপস্থাপিত করছে বলে হ্বিটগেনস্টাইন

Scanned by CamScanner

মনে করেন যদিও প্রাত্যক্ষিক শব্দ-বিন্যাসের দিক থেকে বাক্য দুটি পৃথক। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে হলে বাক্যের প্রত্যক্ষযোগ্য রূপটিকে বাক্যের বহিরঙ্গ বলে গণ্য করতে হবে। বাক্যের এই বহিরঙ্গটিকে হ্বিটগেনস্টাইন-এর পরিভাষায় বলা হয় 'বাচনিক চিহ্ন' বা 'প্রপসিশনল সাইন'। বাক্য ও তার অর্থ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে এই বাচনিক চিহ্নের মাধ্যমেই। এই বাচনিক চিহ্নের উপাদান হল প্রত্যক্ষযোগ্য শব্দগুলি। এই উপাদানগুলিকে যখন ঐ বাক্যের বাক্যার্থ যে বস্তুস্থিতি তার উপাদানের সাথে চিন্তার মাধ্যমে যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ বাচনিক চিহ্নের উপাদানের সাথে যখন বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের উপাদানগুলির মধ্যে সূচক-সূচ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বাচনিক চিহ্নের উপাদানগুলির পারস্পরিক নির্দিষ্ট সম্বন্ধের দ্বারা গঠিত বাচনিক চিহ্নের যে সংস্থান সেই সংস্থানটির সাথে বস্তুস্থিতির সংস্থানের অনুরূপতা যখন স্থাপিত হয় তখন বাচনিক চিহ্নটি বাচনিক সংকেতে পরিণত হয়। এই বাচনিক সংকেতকেই হ্বিটগেনস্টাইন বাক্য বলে অভিহিত করেন। যে ধরণের চিন্তার মাধ্যমে বাচনিক চিহ্নের উপাদান ও সংস্থানের সাথে বস্তুস্থিতির উপাদান ও সংস্থানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকে হ্বিটগেনস্টাইন-এর পরিভাষায় বলা হবে অভিক্ষেপণ বা প্রজেক্শন। বাচনিক চিহ্ন যখন অভিক্ষেপণের দ্বারা বস্তুস্থিতির সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় বাচনিক সংকেত বা বাক্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাক্য সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর ধারণাটি দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হ্বিটগেনস্টাইন - পূর্ব দর্শন আলোচনায় অনেক সময়ই 'বাক্য' বলতে শব্দসমষ্টির দ্বারা প্রকাশিত এমন এক 'রহস্যময়' বিষয়কে বোঝান হত যার সাথে ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বাস্তব সত্তার বা রিয়ালিটি-র সম্পর্কটি ঠিক কী রকমের তা পরিষ্কার করে বোঝা যেত না। বিখ্যাত দার্শনিক জি. ই. ম্যুরের মতে বাক্য এরকমই একটি অস্পষ্ট ও রহস্যময়তায় ঢাকা বিষয়। হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাক্য-সম্পর্কিত তত্ত্বটি এই রহস্যময়তা থেকে বাক্যকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

বাক্য বলতে হ্বিটগেনস্টাইন কী বোঝেন সে সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা করেছি তা থেকে বোঝা যায় যে -

(ক) বাক্যমাত্রই কতগুলি উপাদানে বিশ্লেষণযোগ্য

(খ) বাক্যের প্রতিটি উপাদানের সাথে বাক্যার্থের উপাদানের সূচক-সূচ্য সম্পর্ক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্বন্ধ থাকে

(গ) বাক্যের উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধের দ্বারা আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ বাক্যের একটি সংস্থান থাকে

(ঘ) বাক্যের সংস্থানের সাথে বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের সংস্থানের সমরূপতা থাকে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এই সব বৈশিষ্ট্য যুক্ত হওয়ার ফলে চিত্র হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি শর্তের মধ্যে হ্বিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত-বাক্য তিনটি শর্তকে স্পষ্টতই

Scanned by CamScanner

পূরণ করছে। এখনও পর্যন্ত বাক্য সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তাতে চিত্র হওয়ার প্রথম শর্তটি অর্থাৎ চিত্রের উপাদানের সাথে চিত্রিতের উপাদানের অনুরূপতার শর্তটি বাক্য পূরণ করে কি না তা স্পষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাক্যের সাথে বাক্যার্থের এই অনুরূপতা সবসময় থাকে না। আমরা বাচনিক চিহ্নের যে উদাহরণ দুটি একটু আগে উল্লেখ করেছি সেগুলি এই ধারণাকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে। 'টেবিলের ওপরে বইটি আছে' এবং 'দা বুক ইজ অন দা টেবিল' এই দুটি বাচনিক চিহ্নে তো উপাদান (শব্দ) সংখ্যা এক নয়, অথচ এরা একই বাক্যের অভিব্যক্তি এবং এদের অর্থও এক। মনে হতেই পারে যে যদি বাংলা ভাষায় লেখা বাক্যটির সাথে বস্তুস্থিতির উপাদানের অনুরূপতা থাকে তাহলে ইংরেজী বাক্যটির সাথে অনুরূপতা থাকবে না কারণ এই দুটি বাচনিক চিহ্নের মধ্যেই তো পারস্পরিক উপাদানগত অনুরূপতা নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমাদের যা মনে হচ্ছে তা হ্বিটগেনস্টাইন-এর সমর্থন পাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন দাবি করেন, 'একটি বাক্য যে পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে সেই পরিস্থিতিটি যতগুলি উপাদানে বিভাজ্য, বাক্যটিও ততগুলি উপাদানেই বিভাজ্য হবে।' ('টি. এল. পি.' ৪.০৪) সুতরাং দুটি ভাষায় যদি একই বাক্য গঠন করা হয় তাহলে তাদের উপাদান সংখ্যাও সমান হবে। প্রশ্ন হতে পারে, হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই মতটি কি মেনে নেওয়া যায়? আমরা যেখানে স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি দুটি বাচনিক চিহ্নের উপাদান সংখ্যা ভিন্ন সেখানে তাদের সম-উপাদানত্ব মানা যায় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বাক্য ও বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য আর একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। হ্বিটগেনস্টাইন যখন কোনো পরিস্থিতির উপাদানের কথা বলেন তখন পরিস্থিতির উপাদান বলতে পরিস্থিতিটি ন্যায়িক আকারের দিক থেকে যে সব উপাদানে বিশ্লেষণযোগ্য সেই সব উপাদানকেই বুঝিয়ে থাকেন। অনুরূপে বাক্যের উপাদান বলতেও বাক্যের ন্যায়িক উপাদানকেই বোঝান হয়। একটি পরিস্থিতিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে পরিস্থিতিটিকে যে সব উপাদানে বিশ্লেষণ করতেই হয় সেগুলিই ঐ পরিস্থিতির ন্যায়িক উপাদান এবং একটি বাক্যের অর্থকে বুঝতে গেলে বাক্যটির যে সব উপাদান স্বীকার করতেই হয় সেগুলি বাক্যের ন্যায়িক উপাদান। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। কোনো একটি চিত্রে দুটি রেখার দ্বারা যদি চিত্রিত পরিস্থিতির একটি উপাদানকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে চিত্রটিকে ঐ পরিস্থিতির চিত্র বলে বুঝতে ঐ দুটি রেখাকে চিত্রের একটি উপাদান বলেই গণ্য করতে হবে, দুটি রেখাকে দুটি ভিন্ন উপাদান বলে গণ্য করা যাবে না। এভাবেই চিত্রের ন্যায়িক আকারের দ্বারা চিত্রের উপাদান নির্ণীত হয়। একই ভাবে দুটি ভাষায় লিখিত দুটি বাচনিক চিহ্ন যদি একই বাক্যের প্রকাশক হয় তাহলে বাক্যের ন্যায়িক আকার অনুসারে ঐ চিহ্নগুলির উপাদান সংখ্যা নির্ণীত হবে এবং সেক্ষেত্রে বাক্যের সাথে বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা থাকবে। এই কারণেই বাক্য ও বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতার কথা বলতে গিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'বাক্য ও বাক্যার্থের' মধ্যে সমান ন্যায়িক

Scanned by CamScanner

(গাণিতিক) বহুধাত্ব (মাল্টিপ্লিসিটি), থাকতে হবে' ('টি. এল. পি.' ৪.০৪), না হলে বাক্য বাক্যার্থের উপস্থাপক হবে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাক্যের স্বরূপ ও চিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে চিত্র বলে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব কটি শর্তই বাক্যের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব বলে হ্বিটগেনস্টাইন দাবি করবেন। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, প্রতিটি বাক্যই কতকগুলি নামপদের দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক সংস্থান। অর্থাৎ বাক্যের উপাদান হল নামপদ। প্রতিটি নামপদ বাস্তব সত্তার সংঘটক বস্তুগুলির একটিকে সূচিত করে। এই নামপদের বিন্যাসে গঠিত যে বাক্য তা অভিক্ষেপণিক সম্পর্কে বা প্রজেকশন রিলেশনের দ্বারা অনুরূপ উপাদান সংস্থানযুক্ত বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন এভাবে বাক্য বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে বলেই বাক্যের অর্থ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়।

এখানে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমতঃ, নামপদ যে অর্থে একটি বস্তুকে উদ্দেশ বা রেফার করে বাক্যও কি সেই একই অর্থে বা একই প্রকারে তার অর্থকে উপস্থাপিত করে? দ্বিতীয়ত, বাক্যের আকারের সাথে বস্তুস্থিতির আকারের সমরূপতা (যা না থাকলে বাক্যের পক্ষে চিত্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়) বলতে হ্বিটগেনস্টাইন ঠিক কী বলতে চেয়েছেন?

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে একটি নামপদ যে বস্তুটিকে সূচিত করে, অর্থাৎ নামপদটি যে বস্তুর নাম, সেই বস্তুটিই ঐ নামপদের অর্থ। প্রশ্ন হল বাক্যকেও কি এভাবে বাক্যার্থের 'নাম' রূপে বিবেচনা করা যায়? প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে বাক্য যে পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত করে তার নাম হিসেবে বাক্যকে গণ্য করা যেতেই পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাক্যের অর্থ বলতে বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত কোনো একটি 'প্রকৃত বস্তুস্থিতিকে' বুঝতে হবে। ঠিক যেমন 'টেবিল' বা 'বই' শব্দের দ্বারা টেবিল ও বই নামক বস্তুকে বোঝান হচ্ছে তেমনই 'টেবিলের ওপর বইটি আছে' বললে ঐ সব বস্তুর বিন্যাসে গঠিত একটি প্রকৃত বস্তুস্থিতিকে বোঝায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে বাক্যকে প্রকৃত বস্তুস্থিতির নাম রূপে গণ্য করা সম্ভব নয়। নামপদের সাথে বাক্যের স্বরূপগত পার্থক্যের জন্যই এটা সম্ভব হবে না। কোনো একটি নামপদ হয় কোনো বস্তুকে সূচিত করবে অথবা করবে না। যদি সেটা বস্তুকে সূচিত করে তাহলেই সেই নামপদকে অর্থযুক্ত বলে গণ্য করা যায়, অন্যথায় নামপদটি হবে অর্থহীন। (এখানে মনে রাখা দরকার হ্বিটগেনস্টাইন অর্থহীন নামপদকে নামপদ বলে স্বীকারই করবেন না।) কিন্তু বাক্যকে যদি নামপদের সমগোত্রীয় বলে গন্য করা হয় অর্থাৎ বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ককে যদি নামপদ ও তার অভিধেয়ের সম্পর্কের অনুরূপ বলে মনে করা হয় তাহলে মিথ্যা বাক্যকে অর্থহীন বাক্য বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ, মিথ্যা বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যের দ্বারা সূচিত করা যায় এমন কোনো প্রকৃত বস্তুস্থিতির অস্তিত্ব থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মিথ্যা বাক্যও

অর্থযুক্ত বাক্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ককে নাম ও বস্তুর সম্পর্কের অনুরূপ বলে স্বীকার করা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে, বাক্য যদি তার অর্থরূপ প্রকৃত বস্তুস্থিতিকেই উপস্থাপিত না করে তাহলে বাক্যের অর্থ বস্তুতপক্ষে কী? এই প্রশ্নের উত্তরে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিই হল একটি বাক্যের অর্থ। অন্যভাবে বলা যায় একটি বাক্য শুনলে আমরা বুঝতে পারি বাক্যটি সত্য হলে প্রকৃত বস্তুস্থিতিটি কী ধরণের হবে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষায়, 'একটি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারলেই জানা হয়ে যায় যে ঐ বাক্যটি সত্য হলে প্রকৃত বস্তুস্থিতিটি কি ধরনের হবে।' ('টি. এল. পি.' ৪.০২৪) যে ধরনের বস্তুস্থিতি অস্তিত্বশীল হলে একটি বাক্য সত্য হয় সেই বস্তুস্থিতিই ঐ বাক্যের অর্থ। একটি বাক্য প্রকৃতপক্ষে সত্য না মিথ্যা তা না জেনেও আমরা বাক্যটি শুনে বলে দিতে পারি যে কোন্ পরিস্থিতিতে বাক্যটি সত্য হবে। অতএব বাক্যের অর্থ তার সত্যমূল্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু তা বলে বাক্যের অর্থের সঙ্গে তার সত্যমূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই একথা মনে করলে ভুল হবে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে প্রতিটি বাক্যই হয় সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। বাক্যে যেভাবে বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে বাস্তবিক পক্ষে সেই আকারের বস্তুস্থিতি যদি জগতে থাকে তাহলে বাক্যটি সত্য হবে, নচেৎ মিথ্যা হবে।

বাক্য যদি নামপদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং নামপদগুলির অনুরূপ বস্তু না থাকলে যদি নামপদটি অর্থহীন হয় তাহলে যে বাক্যের অন্তর্গত নামপদ অর্থহীন সেই বাক্যও অর্থহীন হওয়া উচিত। কিন্তু এমন অনেক বাক্য আমরা গঠন করি যে বাক্যের নামপদটি জগতে কোনো বস্তুকেই বোঝায় না অথচ বাক্যটির অর্থ আমরা বুঝে থাকি, অর্থাৎ কোন্ পরিস্থিতিতে বাক্যটি সত্য হবে তা আমরা বুঝতে পারি। এ ধরণের বাক্যের উদাহরণ কি তাহলে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাক্য সংক্রান্ত তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে? এ ধরণের একটি বাক্যের উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা জ্ঞানী ব্যক্তি' - এই বাক্যটির অন্তর্গত নামপদ 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা'। এই নামপদের দ্বারা সূচিত হয় এমন কোনো বস্তুই জগতে নেই। অথচ বাক্যটির অর্থ আমরা বুঝতে পারি। প্রশ্ন হল, হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাক্য তত্ত্বের দ্বারা এই বাক্যটির (ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজা জ্ঞানী) চিত্ররূপতা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

এই সমস্যার সমাধানের জন্য হ্বিটগেনস্টাইন বার্ট্রান্ড রাসেল-এর বর্ণনা সংক্রান্ত মতবাদটিকে ব্যবহার করেছেন। রাসেল-এর মত অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে এই বচনটি প্রকৃতপক্ষে একটি যৌগিক বচন। এই বচনটিকে বিশ্লেষণ করলে যে তিনটি বচন পাওয়া যাবে তা হল -

১. এমন একজন আছেন যিনি বর্তমানে ফ্রান্সে রাজত্ব করছেন;
২. তিনি ছাড়া আর কেউ বর্তমানে ফ্রান্সে রাজত্ব করছেন না,
৩. তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি।

Scanned by CamScanner

মূল বচনটিকে এই তিনটি বচনে বিশ্লেষণ করলে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা' বস্তুতপক্ষে এই বাক্যের নামপদ নয়। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, বাক্যের আপাতদৃষ্ট আকার বা অ্যাপরান্ট ফর্ম সবসময় তার ন্যায়িক আকারের প্রতিফলন নয়। এই কারণে যৌগিক বাক্যগুলির চিত্ররূপতাকে বুঝতে হলে সেই বাক্যগুলির অঙ্গীভূত মৌলিক বাক্যগুলির চিত্ররূপতাকে বোঝা প্রয়োজন। একটি যৌগিক বাক্যকে নিয়ে যদি তার অন্তর্গত উপাদানগুলির সাথে ঐ বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা খোঁজার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই অনুরূপতা পাওয়া না যেতে পারে। এই কারণে যৌগিক বাক্যগুলিকে মৌলিক বাক্যে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একমাত্র মৌলিক বাক্যই যথাযথ ভাবে বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করতে পারে, কেন না বস্তুস্থিতি স্বরূপত মৌলিক। যৌগিক বাক্যের মাধ্যমে যৌগিক বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা হলেও মনে রাখতে হবে ঐ যৌগিক বস্তুস্থিতিটি প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের ন্যায়িক সমন্বয়ের ফল।

এখানে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রশ্নটি হল মৌলিক বাক্যের সঙ্গে সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির আকারগত স্বাধর্ম্য কীভাবে সম্ভব হয়? বাক্যের যে লিখিতরূপ আমাদের প্রত্যক্ষে আমরা পাই তার সাথে বস্তুস্থিতির আকারের সাদৃশ্য থাকা তো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। কাজেই উভয়ের স্বাধর্ম্য যদি স্বীকার করা হয় তাহলে সেই স্বাধর্ম্য কীভাবে সম্ভব হয় তারও ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতানুসারে, মৌলিক বাক্য এবং তার বাক্যার্থ অর্থাৎ সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির মধ্যে কেবলমাত্র ন্যায়িক আকারগত সাদৃশ্যই থাকে। অর্থাৎ যে কোনো মৌলিক বাক্যের চিত্রগত আকার তার অর্থরূপ সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির ন্যায়িক আকারের সাথে অভিন্ন। বাক্যের এই আকারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই বাচনিক চিহ্নকে 'প্রকৃত বস্তুস্থিতি' 'এ প্রপসিশনস সাইন ইজ এ ফ্যাক্ট' ('টি. এল.পি.' ৩.১৪) বলে অভিহিত করেছেন। বাচনিক চিহ্নের অন্তর্গত উপাদান বা শব্দগুলির বিন্যাস দেখে প্রাথমিক ভাবে মনে নাও হতে পারে যে এই উপাদানগুলির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ বা বিধিবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এই বিধিবদ্ধতা না স্বীকার করলে কোনো শব্দ বিন্যাসকেই বাক্য বলে মানা যায় না। বস্তুস্থিতি তৈরি করার জন্য যেমন বস্তুগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকা দরকার তেমনি বাক্য হতে গেলেও বাচনিক চিহ্নের উপাদানগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে সম্বদ্ধ হতে হয়। এই সম্বন্ধতার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই হ্বিটগেনস্টাইন বাচনিক চিহ্নকেও একটি বস্তুস্থিতি বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য যে অর্থে তিনি জগৎকে বস্তুস্থিতির সমন্বয় বলে অভিহিত করেন সেই অর্থে বাক্যকে বা বাচনিক চিহ্নকে বস্তুস্থিতি বলেন নি। যাই হোক্, বাক্যের উপাদানগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ হয়ে বাক্যের যে আকারটি তৈরি হয় তার সাথে বাচনিক চিহ্নগুলির আপাতদৃষ্ট আকারের কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও যেহেতু বাচনিক চিহ্ন বাক্যকে প্রকাশ করে সেহেতু, উভয়ের মধ্যে ন্যায়িক আকারের সাদৃশ্য হ্বিটগেনস্টাইন স্বীকার করবেন। শুধু তাই নয়, বাক্যের ন্যায়িক আকারের সাথে বাক্যার্থের ন্যায়িক আকারের অভিন্নতাও তিনি মানবেন।

Scanned by CamScanner

বস্তুস্থিতির ন্যায়িক আকারের সাথে বাক্যের ন্যায়িক আকারের অভিন্নতা কীভাবে সম্ভব হতে পারে সে বিষয় আলোচনা করতে হলে প্রথমে হ্বিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত বস্তু ও বস্তুস্থিতি সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, বস্তু মাত্রই নিরংশ। কিন্তু কোনো একটি বস্তু কোন্ কোন্ বস্তুস্থিতির উপাদান হতে পারে তা পূর্ব নির্দ্ধারিত। কোনো বস্তুস্থিতির যে ন্যায়িক আকার থাকে তা বস্তুর ন্যায়িক আকারের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং কোন্ বস্তুস্থিতিতে উপাদানরূপে কোন্ বস্তু থাকবে তা আকস্মিক ভাবে স্থির হয় না। ইচ্ছেমত যে কোনো বস্তুকে যে কোনো বস্তুস্থিতির উপাদান বলে স্বীকার বা বর্জন কোনোটাই করা যায় না। ভাষায় বস্তুর সূচক হল নামপদ। যেহেতু একটি সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিতে কোন্ বস্তু উপাদান রূপে উপস্থিত থাকতে পারবে তা পূর্ব নির্দ্ধারিত, সেহেতু ঐ বস্তুর নামটি কোন্ কোন্ বস্তুস্থিতির বর্ণনায় বাক্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে তাও পূর্বনির্দ্ধারিত বলে স্বীকার করতে হবে। এভাবে বস্তুর ন্যায়িক আকারের দ্বারা নামের ন্যায়িক আকার নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। ফলতঃ নামগুলি পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে যখন কোনো বস্তুস্থিতির বর্ণনা প্রস্তুত করে তখন সেই বর্ণনাত্মক বাক্যের ন্যায়িক আকারের সাথে সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিটির ন্যায়িক আকার অভিন্ন না হয়ে পারে না। বাক্যের ন্যায়িক আকার বস্তুস্থিতির ন্যায়িক আকারকেই প্রদর্শিত করে।

এখানে আপত্তি হতে পারে যে, কোন্ শব্দটিকে কোন্ বস্তুর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং কোন্ ধরণের নিয়মের দ্বারা নামগুলিকে যুক্ত করে বাক্য গঠন করা হবে তা তো নির্দ্ধারিত হয় ভাষাগত প্রথার দ্বারা, কাজেই বাস্তব সত্তার ন্যায়িক আকারের সাথে ভাষার ন্যায়িক আকারের অভিন্নতা থাকবে একথা কী করে বলা যায়? এই ধরণের কোনো স্পষ্ট উত্তর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন বাক্যের স্বরূপ এবং বাক্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে যা কিছু বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে এই আপত্তির উত্তর আমরা দিতে পারি। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে ভাষা হল চিন্তার প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ। অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের চিন্তাকে অন্যের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই তখন ভাষা ব্যবহার করি। সুতরাং আমাদের ভাষার গঠনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে ভাষার মাধ্যমে চিন্তাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি। চিন্তা প্রকাশ করা মানে চিন্তার বিষয়টিকে বা অবজেক্ট অব থট-কে প্রকাশ করা। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে চিন্তার মাধ্যমে আমরা বস্তুস্থিতিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করি। এই কারনে 'চিন্তা'কে তিনি 'বাস্তব সত্তার ন্যায়িক চিত্র' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে চিন্তার ন্যায়িক আকার এবং বাস্তব সত্তার (সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিগুলি যার উপাদান) ন্যায়িক আকার অভিন্ন। এখন যদি এই চিন্তাকে যথার্থভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে ভাষার নিয়মগুলি লোকব্যবহার বা প্রথা দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হলেও নিতান্ত খামখেয়ালী ভাবে তা নির্দ্ধারণ করা হয় বলে মনে করলে ভুল হবে। চিন্তাকে উপস্থাপিত করতে গেলে তার আকারকে বাদ দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভাষার নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা থেকেই

Scanned by CamScanner

যায় এবং তা আরোপিত হয় চিন্তার আকারের দ্বারা। ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা অবশ্যই চিন্তার সঙ্গে অভিন্ন ন্যায়িক আকার সম্পন্ন হতে হবে, না হলে ভাষা চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারবে না। যেহেতু চিন্তার ন্যায়িক আকার এবং বাস্তব সত্তার ন্যায়িক আকার অভিন্ন সেহেতু ভাষার নিয়মগুলি অনুসরণ করে চিন্তাকে প্রকাশ করার সময় বাক্যের ন্যায়িক আকারও বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের ন্যায়িক আকারের সাথে অভিন্ন হবে।

বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক বিষয়ে চিত্ররূপতার তত্ত্ব উপস্থাপনা করার সময় হ্বিটগেনস্টাইন একথা বলতে চান নি যে বাক্যের সাথে চিত্রের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। বরং বাক্য সর্বাংশেই একধরণের চিত্র - একথাই তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বাক্য একধরণের চিত্র বলেই বাক্যের পক্ষে কোনো অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়' ('টি.এল.পি.' ৪.০৩)। যে কোনো চিত্রে একথা যেমন সত্য যে চিত্রটিকে যদি চিত্র বলে বোঝা যায় তা হলে তা কোন্ অর্থ প্রকাশ করেছেন, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না, ঠিক তেমনই যদি একটি শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে বুঝতে পারা যায় তা হলে তার অর্থও বোঝা হয়ে যায়। 'একটি বাক্য যে পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে সেই বাক্যের সাথে সেই পরিস্থিতির একটি স্বরূপগত সম্পর্ক থাকে বলেই এটা সম্ভব হয়। ('টি.এল.পি.' ৪.০৩) উভয়ের ন্যায়িক আকারের অভিন্নতাই এই স্বরূপগত সম্পর্ককে সম্ভব করে। চিত্র হওয়ার সুবাদে বাক্য তার অর্থকে যখন উপস্থাপিত করে তখন সেই অর্থকে বুঝিয়ে বলার জন্য অন্য কোনো বাক্যকে ব্যবহার করার দরকার হয় না শুধু নয়, অন্য বাক্যের দ্বারা একটি বাক্যের অর্থকে বলা যায়-ই না। এই কারণে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'বাক্য তার অর্থকে প্রদর্শিত করে। ('টি.এল.পি.' ৪.০২২)

বাক্যকে চিত্ররূপে স্বীকার করার অন্যতম ফলস্বরূপ হ্বিটগেনস্টাইন-কে একথাও স্বীকার করতে হয় যে স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য বা স্বতঃসিদ্ধরূপে মিথ্যা বাক্যকে প্রকৃত অর্থবোধক বাক্য বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, 'কোনো চিত্রই এমন হতে পারে না যে বস্তুস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখার আগেই তাকে সত্য বলা যাবে' ('টি. এল. পি'. ২.২২৫)। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কোনো চিত্রকেই সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বাক্যগুলির ক্ষেত্রে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র আকারগত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই নির্দ্ধারণ করা যায় বলে এ ধরণে বচনের চিত্ররূপতা হ্বিটগেনস্টাইন স্বীকার করবেন না। এই ধরণের বাক্যকে তিনি 'ছদ্মবাক্য' বা 'সিউডো স্টেটমেন্ট' বলেন। কারণ যথার্থ বাক্যের আকার এদের থাকলেও এরা যথার্থ বাক্য নয়।

দার্শনিকেরা অনেক সময়ই দাবি করেছেন যে দার্শনিক তত্ত্বগুলি জগৎ সম্পর্কিত শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিত্ররূপতা সম্পর্কিত তত্ত্ব দার্শনিকদের এই দাবিকে নাকচ করে দেয়। একটু আগেই আমরা দেখলাম যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিত্ররূপতার তত্ত্বকে স্বীকার করলে কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য বাক্যকেই জগৎ সম্পর্কিত সত্যের উপস্থাপক বলে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং হ্বিটগেনস্টাইন বলবেন যে দর্শন কখনোই জগৎ সম্পর্কে

Scanned by CamScanner

আমাদের কোনো জ্ঞানই দেয় না। প্রশ্ন হতে পারে, হুইটগেনস্টাইন কি তাহলে দর্শন শাস্ত্রের যাবতীয় প্রাসঙ্গিকতাকেই অস্বীকার করবেন? এ বিষয় হুইটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য খুব পরিষ্কার তাঁর মতে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অস্পষ্টতা থাকে তা দূর করাই হল দর্শনের কাজ। ভাষার বহিরঙ্গ অনেক সময়ই চিন্তার মূল আকারকে এমন ভাবে আবৃত করে রাখে যার দরুন আমারা প্রায়শঃ চিন্তার স্বচ্ছতাকে হারিয়ে ফেলি। ভাষা বিশ্লেষণ করে চিন্তার মূল আকারকে ধরতে সাহায্য করাই দর্শনের কাজ। দর্শন চর্চার অর্থই হল এই কাজ করা 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে বাক্যের চিত্ররূপতা সংক্রান্ত তত্ত্বের দ্বারা হুইটগেনস্টাইন এই কাজটিই করার চেষ্টা করেছেন।

টীকা

যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে -

Contradiction	=	স্বতঃসিদ্ধভাবে মিথ্যা
Elementary Proposition	=	মৌলিক বাক্য
Fact	=	প্রকৃত বস্তুস্থিতি
Model	=	অনুকৃতি
Object	=	বস্তু
Pictorial form	=	চিত্রগত আকার
Picturing relation	=	চিত্রতার সম্পর্ক
Proposition	=	বাক্য
Propositional sign	=	বাচনিক চিহ্ন
Propositional symbol	=	বাচনিক সংকেত
Reality	=	বাস্তব সত্তা
Pseudo-Proposition	=	ছদ্ম বাক্য
State of affairs	=	বস্তুস্থিতি
Structure	=	সংস্থান
Tautology	=	স্বতঃসিদ্ধাভাবে সত্য

১. Russell, Bertrand, 'On propositions : What they are and what they mean' in R. Marsh (ed), *Logic and Knowledge*, London 1956, p. 290.

২. দ্রষ্টব্য : 'টি. এল. পি.' ২.১৫১৪

৩. 'সম্বন্ধ' বলতে হুইটগেনস্টাইন উপাদানগুলির অতিরিক্ত কোনো পদার্থকে বোঝান নি। উপাদানগুলির একেক রকম বিন্যাসকেই এক এক রকম সম্বন্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন টেবিল এবং বই-এর একরকম বিন্যাসকে বোঝানোর জন্য আমরা বলব 'বইটি টেবিলের বাঁদিকে আছে', আবার অন্য ধরণের বিন্যাসকে বোঝানোর জন্য বলব 'বইটি টেবিলের ডানদিকে আছে', ইত্যাদি।

৪. 'যে চিত্রের ন্যায়িক আকারই চিত্রগত আকার তাকে বলে ন্যায়িক চিত্র'। ('টি. এল. পি.' ২.১৮১)

Scanned by CamScanner